তালাক কখন দেয়া যায় ?

মুফতী মনসূরুল হক

www.islamijindegi.com

তালাক কখন দেয়া যায় ?

মুফতী মনসূরুল হক
জামি‘আ রাহমানিয়া আরাবিয়া
খতীব, খিলগাঁও বাজার জামে মসজিদ
সাত মসজিদ মাদ্রাসা
মুহাম্মাদপুর ঢাকা

প্রকাশনায় :
মাকতাবাতুল মানসূর

প্রথম প্রকাশঃ
রমাজান-১৪২৭ হিজরী
ঈসায়ী - ২০০৬
মূল্য : চৌদ্দ (১৪) টাকা মাত্র

www.islamijindegi.com

সূচীপত্র

তালাক দেয়া কখন জায়িয হয়?	৪
স্ত্রী পছন্দ হয়না এই কারণে তলাক দেয়ার হুকুম	৬
মাঝে মধ্যে মনোমালিন্য হয় এই কারণে তালাক দেয়ার হুকুম	৭
বিশেষ কোন দোষের কারণে তালাক দেয়ার বিধান	৮
হযরত যায়েদ ইবনে হারেসার তালাক দেয়ার প্রেক্ষাপট	৮
স্বামীর পক্ষ থেকে জুলুম হলে স্ত্রীর তালাক গ্রহণের পদ্ধতি	৯
দাম্পত্য কলহের মধ্যে অযথা অন্যের হস্তক্ষেপ অবাঞ্ছনীয়	১৩
একান্ত অপারগতার সুরত দুটি হতে পারে	১৫

باسمه تعالي

প্রশ্ন : তালাক দেয়া কখন জায়িয হয় ?

উত্তর: ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহের চুক্তি অন্যান্য চুক্তির মত নয় বরং এতে একদিকে যেমন চুক্তি রয়েছে অপর দিকে এটি একটি ইবাদতও বটে। এ কারণেই হাদীসে পাকে বিবাহ শাদীর ব্যাপারে যেভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে অন্যান্য মুআমালা তথা বেচা কেনা ইত্যাদির ব্যাপারে তেমন উৎসাহিত করা হয় নাই। কাজেই শরীআতে বিবাহের চুক্তি একটি অত্যন্ত মূল্যবান চুক্তি যা সারা জীবনের জন্য সম্পাদন করা হয়। এ চুক্তি যেন ভঙ্গ করার মত কোর অবস্থা সৃষ্টি না হয়। সে দিকে ইসলাম বিশেষ ভাবে লক্ষ রেখেছে। কেননা এই সম্পর্ক ছিন্ন করার পরিণাম শুধু স্বামী-স্ত্রী পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে না বরং এতে উভয় পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সন্তানাদি থাকলে তাদের জীবনও বরবাদ হয়ে যায়। এবং সংশ্লিষ্ট অনেকেই এর ফলে ক্ষতি গ্রস্ত হয় । এই জন্য শরীআতে বিবাহের চুক্তি ভঙ্গ করা তথা তালাকের বিষয়টিও অন্যান্য মুআমালার চেয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র । কুরআন ও হাদীসে তার জন্য অনেক আহকাম ও পরামর্শ বয়ান

করা হয়েছে যাতে করে পরত পক্ষে বিবাহ বিচ্ছেদ সমস্যার সম্মুখীন হতে না হয় । অতএব যদি কখনো স্বামী-স্ত্রীর মাঝে অমিল দেখা দেয়, বনি-বনা না হয় এবং একজন অপরজনের হক আদায় করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় তখন শরিআত তালাক দেয়ার পূর্বে সমস্যা সমাধানের জন্য দুটি ব্যবস্থা নিয়েছে । কোন অবস্থায় উক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের পূর্বে তালাক দেয়ার অনুমতি দেয়া হয় নাই। আল্লাহ না করুন যদি উক্ত দুটি ব্যবস্থা দ্বারাও সমস্যা সমাধান না হয় তখন কয়েকটি বিষয় খেয়াল রেখে স্বামীকে তালাক দেয়ার পরামর্শ দিয়েছে ।

প্রথম ব্যবস্থাটি কার্যকরী হলে উদ্ভূত সমস্যা স্বামী স্ত্রী দুজনের মধ্যেই মিট মাট হয়ে যায় তৃতীয় কোন লোকের প্রয়োজন হয় না। এতে স্বামীকে লক্ষ করে কয়েকটি ধাপ অতিক্রম করতে বলা হয়েছে।কুরআনে কারীমে স্বামীকে লক্ষ করে ইরশাদ হচ্ছে “তুমি যদি স্ত্রীর অবাধ্যতা কিংবা আনুগত্যের কিছু অভাব অনুভব কর, তবে

(ক) সর্বপ্রথম সবর কর এবং তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে মানসিক ভাবে তাকে সংশোধন কর। এতে যদি কাজ হয়ে যায় তাহলে বিষয়টি এখানেই মিটে গেল।

www.islamijindegi.com

(খ) আর যদি এতে কাজ না হয় তাহলে তাকে সতর্ক করার জন্য এবং নিজের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে একই ঘরে পৃথক বিছানায় শয়ন করবে।

(গ) আর যদি এটাতেও কাজ না হয় তাহলে তৃতীয় পর্যায়ে হালকা শাসন তথা শরীরের যে সব স্থানে মারলে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা নাই এবং চেহারা বাদ দিয়ে অন্যত্র হালকা প্রহারের অনুমতি আছে। কিন্তু এই পর্যায়েও স্ত্রীকে প্রহার করা রাসূলে কারীম ﷺ পছন্দ করেননি। বরং তিনি বলেছেন আমার উম্মতের মধ্যে শরীফ ত্ববকা অর্থাৎ ভদ্র লোকেরা এমনটি করবে না। (বুখারী শরীফ - ৫২০৪)

মোট কথা শরিআত এই ব্যবস্থাটি এই জন্যেই দিয়েছে যে, যাতে ঘরের বিষয় ঘরেই মীমাংসা হয়ে যায়।

কিন্তু অনেক সময় মনোমালিন্য বা বিবাদ দীর্ঘায়িত হয়ে যায় যা স্ত্রীর কোন বদ স্বভাবের কারণে স্বামীর পক্ষ থেকে অহেতুক কড়াকড়ি ইত্যাদির কারণে হয়ে থাকে। যে কোন কারণেই হোক এমতাবস্থায় ঘরের ব্যাপার আর ঘরে সীমিত থাকে না। তখন বাইরে নিয়ে যাওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কেননা সাধারণত এসব ক্ষেত্রে

স্বামী স্ত্রী উভয় পক্ষের লোকেরা একে অপরকে মন্দ বলে বেড়ায় এবং তাদের মাঝে ফেৎনা ফাসাদ সৃষ্টি হয়। এই ফেৎনা ফাসাদের পথ বন্ধ করার জন্য শরিআত সালিশী ব্যবস্থা নিয়েছে যে, একজন সালিস স্বামীর পরিবারের পক্ষ থেকে আর একজন সালিস স্ত্রীর পরিবারের পক্ষ থেকে মনোনীত করা হবে। তাঁরা উভয়ে ইসলাহের নিয়তে স্বামী স্ত্রীর মাঝে বনি বনা করানোর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবে । উক্ত সালিসগণ যদি ব্যর্থ হন তখন কয়েকটি শর্তের সাথে ابغض الطلاق المباحات তথা সবচেয়ে নিকৃষ্ট হালাল কাজ তালাক দেওয়া) এই ভিত্তিতে স্বামীর জন্য এক তালাক দেওয়া জায়িয হবে। শর্তগুলি হচ্ছে (ক) স্ত্রী হায়েয থেকে পাক অবস্থায় হবে। (খ) উক্ত তুহুরে তার সাথে মিলন না হতে হবে। (গ) ঠাণ্ডা মস্তিস্কে অর্থাৎ রাগান্বিত অবস্থায় নয় (ঘ) এক সাথে একাধিক তালাক না দেয়া জরুরী । কারণ এক সাথে একাধিক তালাক বা তিন তালাকের কোন প্রয়োজন শরীআতে রাখে নাই। এক সাথে তিন তালাক জায়িযও করে নাই। জরুরতের ক্ষেত্রে এক তালাকই যথেষ্ট। মোট কথা উপরের বর্ণিত স্তর অতিক্রম না করে হঠাৎ করে তালাক দেয়া জায়িয নয়

আর এর পূর্বে মাসআলা জানার জন্য ফাতওয়া নিতে হবে। সংশোধনের সকল রাস্তা অবলম্বন করতে হবে। তারপর তালাক দেয়ার মুহূর্তে উল্লেখিত কথাগুলি খেয়াল রাখতে হবে। এতে করে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ চাহে তো তালাক দেয়ার প্রয়োজন না ও থাকতে পারে। (তাকমীলায়ে ফাতহুল মুলহিম .১:১৩৩ # هماری عائلي مسائل ج1 ص 118 # ফাতাওয়ায়ে শামী.৩:৪৪১)

প্রশ্ন: স্ত্রীর কোন ত্রুটি নাই। তবে স্বামীর নিকট স্ত্রী ভাল লাগে না এ কারণে তালাক দেয়া জায়িয হবে কি?

উত্তর: তালাক সবচেয়ে নিকৃষ্ট হালাল কাজ । একান্ত প্রয়োজনের ক্ষেত্রে মারাত্মক সমস্যা থেকে মুক্তি লাভের জন্য শরিআত তালাকের অনুমতি দিয়েছে। স্ত্রীর কোন ত্রুটি নাই তবে স্ত্রীকে ভাল লাগেনা এটা বিবাহ বিচ্ছেদের গ্রহণযোগ্য কারণ নয় । বরং এ ভাল না লাগার অন্য কোন কারণ থাকলে তা নিরসনের চেষ্টা করে যেতে হবে। কুরআনে কারীমে এরশাদ করা হয়েছে,

وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن اخ

অর্থ- বিবিদের সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন কর অতঃপর যদি তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে হয়ত তোমরা এমন

এক জিনিসকে অপছন্দ করছ যাতে আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য অনেক কল্যাণ রেখেছেন। (সুরা নিসা.আয়াত নং-১৯)

উক্ত আয়াতে বিবিদের সামান্য ত্রুটির কারণে তালাক হতে বিরত থেকে সবর করতে বলা হয়েছে এবং আল্লাহ এতে অনেক কল্যাণও নিহিত রেখেছেন ।

এমনি ভাবে একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে

خيركم خيركم من اهله واناخيركم لاهلي--رواه ابن ماجه (1977)

অর্থ- "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম এবং আমি আমার স্ত্রীদের নিকট উত্তম"।

অন্য এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে:

عن ابن عمر(رض)عن النبي صلي الله عليه وسلم قال –ابغض الحلال الي الله الطلاق-ابوداؤد(٢١٧٨)

অর্থ: তালাক সবচেয়ে নিকৃষ্ট হালাল কাজ। উক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে একান্ত প্রয়োজনের ক্ষেত্রে মারাত্মক সমস্যা ছাড়া তালাকের অনুমতি নেই। এরূপ ক্ষেত্রে স্বামীর উচিৎ তাবলীগে দ্বীন নামক কিতাব থেকে "রেজা বিল কাযা"অর্থাৎ আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্টি

থাকা” এবং “সবর ও শোকরের” বয়ান ভাল ভাবে পড়ে নেয়া। তাহলে ইনশাআল্লাহ সব পেরেশানী হালকা হয়ে যাবে। ঐ বিবিকে খোদা প্রদত্ত নিয়ামত মনে করে নিজের জন্য সর্বোত্তম নিয়ামত মনে করবে, যেহেতু আল্লাহ তাকে এ বিবি দান করেছেন আর আল্লাহ তাআলা কাউকে কিছু দিলে বুঝতে হবে তার জন্য এর চেয়ে ভাল আর কিছু হতে পারে না।

প্রশ্ন: উভয়ের মধ্যে সামান্য বিষয় নিয়ে মাঝে মধ্যে বিতর্ক হয় কখনো কথা বন্ধ থাকে। আবার ঠিক হয়ে যায়। এ কারণে কি তালাক দেয়া জায়িয হবে ?

জবাব: উভয়ের মধ্যে সামান্য বিষয় নিয়ে তর্ক বিতর্ক হওয়া এবং ঠিক হয়ে যাওয়া ইত্যাদি নিতান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার। এ কারণে তালাক না দেওয়া চাই। তবে যদি তা নিত্য দিনের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায় এবং তা এমন পর্যায় চলে যায় যে, তাদের মাঝে শান্তিপূর্ণ জীবন বিঘ্নিত হয় তাহলে উক্ত অবস্থায় তালাক দেওয়ার অবকাশ রয়েছে। যেমনটা হযরত যায়িদ রা. ও হযরত যাইনাব রা. এর মাঝে হয়েছিল। শেষ পর্যায়ে তাঁদের

দুজনের মধ্যে বনি-বনা না হওয়ার কারণে হযরত যায়িদ রা. হযরত যায়নাব রা. কে তালাক দিয়েছিলেন।

অবশ্য এ ক্ষেত্রেও যদি কোন স্বামী বিবাহ বিচ্ছেদর পথে না গিয়ে ধৈর্য্য ধারণ করে তাহলে পরকালে বিরাট বিনিময়ের উপযুক্ত হবে।

প্রশ্ন: এক জনের মধ্যে কিছু দোষ ত্রুটি আছে- যেমন খুব রাগী, কখনো মিথ্যাও বলে বা এ জাতীয় ত্রুটি আছে। তখন কি এ কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ করা জায়িয আছে ?

উত্তর: স্থান কাল পাত্র ছাড়া অধিক মাত্রায় রাগ করা এটা অন্তরের দশটি রোগের মধ্য থেকে একটি রোগ যা আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক নর-নারীর মধ্যে স্বভাবগত ভাবে পরীক্ষামূলক সৃষ্টি করে রেখেছেন এবং আল্লাহ ওয়ালাদের সুহবতে যেয়ে এগুলোর চিকিৎসা করে সম্পূর্ণ নিজের কন্ট্রোলে রাখার ব্যবস্থাও দিয়েছেন। অতএব এ জাতীয় ত্রুটি পাওয়া গেলেই বিবাহ বিচ্ছেদ করা শরিআত সম্মত নয়। বরং এ জাতীয় ত্রুটির উপর প্রথমত খুব ধৈর্যধারণ করবে এবং আল্লাহর কাছে দু'আ করতে থাকবে । এবং কোন আল্লাহ ওয়ালার মাধ্যমে উক্ত রোগ গুলোর ইসলাহ করানোর ব্যাপারে চেষ্টা

করবে। যদি ইসলাহ করানো দ্বারা ইসলাহ হয়ে যায় তাহলে আল্লাহর শোকর। আর খোদা না খাস্তা যদি তার রাগ কন্ট্রোলে না আসে এবং পরস্পরে ঘর-সংসার করা এবং একে অপরের হক আদায় করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় তাহলে পরহেযগার ও অভিজ্ঞ কোন মুফতীর পরামর্শ নিয়ে স্বামী কর্তৃক তালাক বা স্ত্রী কর্তৃক খুলা'র ভিত্তিতে বিবাহ বিচ্ছেদ করানোর অনুমতি রয়েছে।

প্রশ্ন:- হযরত যায়িদ বিন হারেছা কি কি সমস্যার কারণে হযরত যাইনাবকে তালাক দিয়েছিলেন। সে সব সমস্যা সমাধানের জন্য মুরব্বীগন কোন প্রচেষ্টা চালিয়ে ছিলেন কী?

উত্তর:- হুজুর ﷺ এর নির্দেশ মোতাবেক হযরত যায়িদ বিন হয়হয়র সাথে হযরত যাইনাবের বিয়ে সম্পাদন হয়ে যায়। কিন্তু বিয়ের পর তাঁদের পরস্পরে স্বভাব প্রকৃতিতে মিল হচ্ছিল না। বিভিন্ন তাফসীর ও হাদীসে তার কারণ পাওয়া যায় যে,

১। হযরত যাইনাব নিজেকে বংশগত শ্রেষ্ঠ হওয়ার কারণে হযরত যায়িদকে (যিনি পূর্বে ক্রীতদাস ছিলেন)

কিছুটা কম গুরুত্ব দিতেন এবং তার প্রতি অনীহা প্রকাশ করতেন।

২। হযরত যাইনাব কথা বার্তার সময় কর্কশ শব্দ ব্যবহার করতেন।

৩। হযরত যাইনাব হযরত যায়িদের আনুগত্যে শৈথিল্য প্রদর্শন করতেন।

উক্ত তিনটি সমস্যার কারণে হযরত যায়িদ বিন হয়হয়র সাথে হযরত যাইনাবের বনি বনা না হওয়ায় হযরত নবী কারীম ﷺ এর নির্দেশক্রমে হযরত যায়িদ তাকে তালাক দেন। একদিন হযরত যায়িদ বিন হারেছা হুজুর ﷺ এর খেদমতে এসব অভিযোগ পেশ করতে গিয়ে হযরত যাইনাবকে তালাক দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। হুজুর ﷺ যদিও আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অবগত হয়ে ছিলেন যে, ঘটনা একপর্যায় গিয়ে গড়াবে যে, হযরত যায়িদ হযরত যাইনাবকে তালাক দিয়ে দিবেন। অতপর হযরত যাইনাব হুজুর ﷺএর সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবেন। কিন্তু হুজুর ﷺ দুই কারণে হযরত যায়িদ কে তালাক দেওয়া থেকে বাহ্যত বারণ করেন ।

প্রথমত: এ ক্ষেত্রে তালাক দেয়া যদিও শরীআতে জায়িয । কিন্তু অপছন্দনীয় ও তা কাম্য নয়। বরং বৈধ বস্তু সমূহের মাঝে নিকৃষ্টতম। একারণে হুজুর ﷺ বললেন, তুমি তোমার স্ত্রীর সহিত বিবাহের সম্পর্ক বজায় রাখ । এবং তালাক দেওয়া থেকে আল্লাহ কে ভয় কর।

দ্বিতীয়ত: হুজুর ﷺ-এর অন্তরে এরূপ ধারণা সৃষ্টি হয় যে, যদি হযরত যায়িদ তালাক দেয়ার পর তিনি যাইনাব কে গ্রহণ করেন তাহলে আরবের লোকেরা তাদের কু-প্রথানুযায়ী এই অপবাদ দিবে যে, তিনি নিজ পুত্রবধূকে বিয়ে করেছেন। এই আশংকার কারণে হযরত যায়িদ কে তালাক দেয়া থেকে বারণ করেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আরবের ভ্রান্ত আক্বীদা ও কুপ্রথা খণ্ডন করার জন্য নিম্নে বর্ণিত আয়াত সমূহ নাযিল করেন এবং নবী ﷺ কে যাইনাব রা. কে বিবাহ করার নির্দেশ জারী করেন। (তাফসীরে রুহুল মাআনী-১১:৩৫# তাফসীরে মাজহারী.৭:৩৪৬)

প্রশ্ন:- কোন মহিলা স্বামী কর্তৃক জুলুমের শিকার হলে এর সমাধানে কুরআন ও সুন্নাহতে কী বলা হয়েছে ?

উত্তর: আল্লাহ তাআলা নারী জাতীকে সৃষ্টির করার রহস্য ও উপকারিতার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন

ومن اياته ان خلقكم من انفسكم ازواجا لتسكنواإليها

অর্থ-“আর এক নিদর্শন হল এই যে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তাদের কাছে পৌঁছে শান্তিতে থাকো এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক মহব্বত ও দয়া সৃষ্টি করেছেন”। পুরুষের যত প্রয়োজন নারীর সাথে সম্পৃক্ত সবগুলোর সর্ম্পকে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, সবগুলোর সারমর্ম হচ্ছে মানসিক শান্তি ও সুখ। কুরআনে পাকের একটি মাত্র শব্দ لتسكنواإليها এর দ্বারাই সবগুলি বলে দেয়া হয়েছে।

একথা থেকে জানা গেল যে, বৈবাহিক জীবনে যাবতীয় কাজ কারবারের সারমর্ম হচ্ছে মনের শান্তি ও সুখ। যে পরিবারে এটা বিদ্যমান আছে সেই পরিবারে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফল। আর যেখানে মানসিক শান্তি নেই। সেখানে আর যাই থাকুক বৈবাহিক জীবনের সাফল্য নেই। এবং একথাও বলাবাহুল্য যে, নর-নারীর দাম্পত্য জীবনে মনের শান্তি ও সুখ তখনই সম্ভবপর যখন উভয় পক্ষ একে অপরের হুকুক তথা অধিকার সমূহের

আদায়ের ব্যাপারে সজাগ হয় এবং একে অপরের হক আদায় করতে থাকে। এক হাদীসে হুজুর ﷺ বলেন যে, “যে স্ত্রী তার স্বামীর হক আদায় করল না সে প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর হক আদায় করতে ব্যর্থ। (সহীহ ইবনে হিব্বান - ৪১৭১)

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি যদি দুনিয়াতে আল্লাহ তা‘আলা ব্যতীত কাউকে সিজদাহ করার হুকুম করতাম তাহলে নারী জাতিকে হুকুম করতাম যে, তারা যেন স্বামীর সিজদাহ করে। (তিরমিযী শরীফ-১১৫৯)

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. “নারী জাতির সংশোধন” নামক কিতাবে লিখেছেন “শরিআত নারী জাতিকে আল্লাহর হুকুম পালনের সাথে সাথে গুরুত্বপূর্ণ একটা দায়িত্ব দিয়েছে যে, স্বামীকে শান্তি পৌঁছাবে”। (সূত্র-তাকমীলয়ে ফাতহুল মুলহিম .৪:২৮৬)

উক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, সর্বদা নারীরা সজাগ থাকবে যেন তাদের দ্বারা স্বামীরা কষ্ট না পায়।

তেমনি ভাবে স্বামীদের পক্ষ থেকে নারীরা জুলুম এর শিকার না হয় সে প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা স্বামীদের লক্ষ করে বলেন “আমার কুদরতী ফায়সালার ভিত্তিতে তোমাদের কাছে আমার এক বান্দি কে দিলাম তোমরা তার সাথে সৎ ব্যবহার কর এবং উত্তম রূপে তাদের হক আদায় করতে থাকো এবং তাদের কোন খাছলাত বা স্বভাবকে অপছন্দ মনে করে তাদেরকে ছেড়ে দিও না। বরং এমতাবস্থায় সবর কর, আমি মাওলা এতে অনেক কল্যাণ নিহিত রেখেছি। (তাফসীরে মাজহারী.২:৫০)

এমনি ভাবে হুজুর ﷺ বিদায় হজের ভাষণে পুরুষদের লক্ষ করে উপদেশ দেন “সাবধান ! বিবিদের সাথে উত্তম ব্যবহার কর, তাদের কে তোমাদের অধীনস্থ করে দেওয়া হয়েছে । সাবধান! তাদের হক তোমাদের উপর এটা যে, উত্তম রূপে তাদের খোর-পোশ আদায় কর। (তিরমিযী. ১১৬৩)

এমন কি হুজুর ﷺ দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার সময় ও الصلوة وما ملكت ايمانكم তথা নামাযের প্রতি খেয়াল রাখ এবং তোমরা তোমাদের অধীনস্থদের সাথে সদ্ভাবে

জীবন-যাপন কর” বলে উম্মতকে সতর্ক করে গেছেন। (ইবনে মাজাহ -১৬২৫)

মোট কথা কুরআন ও হাদীসে নর-নারীর দাম্পত্য জীবনের প্রতিটি দিক সর্ম্পকে পথ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বিধায় প্রত্যেক নর নারীর জন্য বিবাহ তালাক, স্বামী স্ত্রীর হক ইত্যাদির মাসআলা মাসায়িল ভাল ভাবে জেনে নেয়া ফরজে আইন। এ ফরজকে অবহেলা করে ছেড়ে দিলে একদিকে যেমন মারাত্নক গুনাহগার ও জুলুমের শিকার হতে হয় অপর দিকে বিপদের সম্মুখীন হওয়াও অনিবার্য।

এতদসত্বেও যদি কোন মহিলা বাস্তবিক পক্ষে স্বামী থেকে জুলুম এর শিকার হয় এবং তা অভিভাবকদের দৃষ্টিতেও জুলুম বলে গণ্য হয় সে ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীসে এর সমাধান হিসাবে মহিলাকে তিনটি পথ নির্দেশ করেছে।

উক্ত আয়াতটি وان مرأة خافت من بعلها اخ প্রথম পদ্ধতি এমন একটি সমস্যা সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে যা অনিচ্ছাকৃত ভাবে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ফাটল সৃষ্টি করে, নিজ নিজ হিসাবে উভয়ে নিরপরাধ হওয়া স্বত্বেও

পারস্পরিক মনের মিল না হওয়ার কারণে উভয়ে নিজ নিজ ন্যায্য অধিকার হতে বঞ্চিত হওয়ার আশংকা করে। যেমন, একজন সুদর্শন সুঠামদেহী স্বামীর স্ত্রী স্বাস্থ্যহীনা, অধিক বয়স্কা , অথবা সুশ্রী না হওয়ার কারণে তার প্রতি স্বামীর মন আকৃষ্ট হয় না আর এর প্রতিকার করাও স্ত্রীর সাধ্যের বাহিরে। এমতাবস্থায় স্ত্রীকেও দোষারোপ করা যায় না। অন্যদিকে স্বামীকেও নিরপরাধ সাব্যস্ত করা যায়। এমতাবস্থায় স্ত্রী যদি তার সন্তানের খাতিরে অথবা নিজের অন্য কোন আশ্রয় না থাকার কারণে বিবাহ বিচ্ছেদে অসম্মত হয়, তবে তার জন্য সঠিক পন্থা এই যে, নিজের প্রাপ্য মোহর বা খোর পোষের ন্যায্য দাবীর আংশিক বা পুরোপুরি প্রত্যাহার করে স্বামীকে বিবাহ বন্ধন ঠিক রাখার জন্য সম্মত করবে। দায়দায়িত্ব ও ব্যয় ভার লাঘব হওয়ার কারণে স্বামীও হয়ত এ সমস্ত অধিকার থেকে মুক্তি পেয়ে এ প্রস্তাব অনুমোদন করবে। এভাবে সমঝোতা হয়ে যেতে পারে । কুরআনে কারীমের অত্র আয়াতে এধরনের সমঝোতার সম্ভাব্যতার প্রতি পথ নির্দেশ করতে গিয়ে অর্থাৎ প্রত্যেক واحضرت الانفس الشح বলা হয়েছে অন্তরেই লোভ বিদ্যমান রয়েছে কাজেই স্ত্রী হয়ত মনে

করবে যে, আমাকে বিদায় করে দিলে সন্তানাদির জীবন বরবাদ হতে পারে অথবা অন্যত্র আমার জীবন আরো দুর্বিষহ হতে পারে । তার চেয়ে বরং কিছু ত্যাগ স্বীকার করে এখানে পড়ে থাকাই লাভজনক । স্বামী হয়ত মনে করবে যে, দায় দায়িত্ব হতে যখন অনেকটা রেহাই পাওয়া গেল, তখন তাকে বিবাহ বন্ধনে রাখতে ক্ষতি কি? অতএব এভাবে উভয়ের মাঝে সহজে সমঝোতা হতে পারে । এব্যাপার আল কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে

وان امرة خافت من بعلها نشوزا اواعراضا فلا جناح عليها ان يصلحا بينهما

যদি কোন নারী স্বামীর পক্ষ থেকে কলহ বিবাদ বা বিমুখ হওয়ার আশংকা বোধ করে তবে উভয়ের কারোই কোন গুনাহ হবে না, যদি তারা নিজেদের মধ্যে শর্ত সাপেক্ষে পারস্পরিক সমঝোতায় উপনীত হয়। এখানে গুনাহ না হওয়ার কথা বলার কারণ এই যে, ব্যাপারটি বাহ্যিক দৃষ্টিতে ঘুষের আদান প্রদানের মত মনে হয়। কারণ স্বামীকে মোহরানা ইত্যাদি ন্যায্য দাবী হতে অব্যাহতির প্রলোভন দিয়ে দাম্পত্য বন্ধন ঠিক রাখা হয়েছে । কিন্তু কুরআন পাকের এ ভাষ্যের দ্বারা স্পষ্ট ভাবে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, বস্তুত : এটা ঘুষের

অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং উভয় পক্ষ কিছু কিছু স্বার্থ ত্যাগ করে মধ্যপন্থা অবলম্বন ও সমঝোতার ব্যাপার । অতএব এটা সম্পূর্ণ জায়িয এবং কুরআনের ভাষ্যনুযায়ী الصلح خير তথা বিবাহ বিচ্ছেদ করার চেয়ে সমঝোতার মাধ্যমে বিবাহ বন্ধন ঠিক রাখাটাই উত্তম ।

দাম্পত্য কলহের মধ্যে অযথা অন্যের হস্তক্ষেপ অবাঞ্ছনীয়

তাফসীরে মাযহারীতে বর্ণিত আছে ان يصلحا بينهما صلحا অর্থাৎ স্বামী স্ত্রী নিজেদের মধ্যে কোন সমঝোতা করে নিবে। এখানে بينهما শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে,স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া কলহ বা সন্ধি সমঝোতার মধ্যে অহেতুক কোন তৃতীয় ব্যক্তি নাক গলাবে না। বরং তাদের নিজেদেরকে সমঝোতায় উপনীত হওয়ার সুযোগ দিবে। কারণ তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতির ফলে স্বামী স্ত্রীর দোষ ত্রুটি অন্য লোকের নজরে পড়ে যা তাদের উভয়ের জন্যই লজ্জাজনক ও স্বার্থের পরিপন্থী। তদুপরি তৃতীয় পক্ষের কারণে সন্ধি সমঝোতা দুষ্কর হয়ে পড়াও বিচিত্র নয়। অত্র আয়াতের শেষ অংশে আল্লাহ তা‘আলা স্বামীদের লক্ষ করে এরশাদ করেন وان

تحسنواوتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا অর্থাৎ আর যদি তোমরা অনুগ্রহ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর তবে অবশ্যই আল্লাহ তাআলা তোমাদের কার্য কলাপ সর্ম্পকে অবহিত রয়েছেন। এখানে বুঝানো হয়েছে যে, অনিবার্য কারণ বশত: স্বামীর অন্তরে যদি স্ত্রীর প্রতি কোন আকর্ষণ না থাকে এবং তার ন্যায্য অধিকার পূরণ করা অসম্ভব মনে করে তাকে বিদায় করতে চায় । তবে আইনের দৃষ্টিতে স্বামীকে সে অধিকার দেয়া হয়েছে । এমতাবস্থায় স্ত্রীর পক্ষ থেকে কিছুটা স্বার্থ ত্যাগ করে সমঝোতা করা ও জায়িয আছে। কিন্তু এতদসত্বেও স্বামী যদি সংযম ও খোদা ভীতির পরিচয় দেয় এবং স্ত্রীর সাথে সহানুভূতি পূর্ণ ব্যবহার করে ,মনের মিল না হওয়া স্বত্বেও স্ত্রীর মন যুগিয়ে চলে এবং তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ না করে বরং তার চাহিদা মত যাবতীয় ন্যায্য অধিকার ও প্রয়োজন পূরণ করে তবে তার এই ত্যাগ ও উদারতা সর্ম্পকে আল্লাহ তাআলা ওয়াকিবহাল রয়েছেন। অতএব তিনি এহেন ধৈর্য্য, উদারতা, সহনশীলতার এমন প্রতিদান দিবেন যা কেউ কল্পনাও করতে পারে না ।

www.islamijindegi.com

অত্র আয়াতের শানে নুযূল প্রসঙ্গে বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত সওদা বিনতে জামা রা. নিজের অনিচ্ছাকৃত সমস্যার কারণে যখন আশংকা বোধ করলেন যে, হুজুর ﷺ তাঁকে তালাক দিয়ে দিবেন তখন তিনি হুজুর ﷺ এর কাছে দরখাস্ত করলেন যে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার বিবাহ থেকে আমাকে পৃথক করবেন না। আমি আমার অধিকার হযরত আয়েশা রা. কে দিয়ে দিলাম। হুজুর ﷺ উক্ত দরখাস্ত কবুল করলেন। অতঃপর উপরে উল্লেখিত আয়াত নাযিল হয়।

মোট কথা শরিআত প্রশ্নে বর্ণিত সুরতে স্বামী-স্ত্রী উভয় কে স্বীয় অভাব অভিযোগ জুলুম দুর করা ও ন্যায্য অধিকার লাভ করার আইনত: অধিকার দিয়েছে। অপর দিকে ত্যাগ, সংযম ও উত্তম চরিত্র আয়ত্ব করার উপদেশ দিয়েছে। এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, যথাসাধ্য বিবাহ বিচ্ছেদ থেকে বিরত থাক কর্তব্য। বরং এমতাবস্থায় উভয় পক্ষেই কিছু কিছু ত্যাগ স্বীকার করে সমঝোতায় আসা বাঞ্ছনীয়। এটা হল প্রথম উপদেশ।

দ্বিতীয় পদ্ধতি: পক্ষান্তরে সমঝোতার সমস্ত পথ ও প্রচেষ্টা হতে ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যায়ে তারা উভয়ে যদি

www.islamijindegi.com

স্বেচ্ছায় বিবাহ বিচ্ছেদ করতে প্রস্তুত হয়ে যায় সে সুরতে শরিআত তাদের কে অবকাশ দিয়েছে।
এই ক্ষেত্রে সর্ব শেষ আয়াত

وان يتفرقايغن الله كلا من سعته

অর্থ-যদি শেষ পর্যায় মিলে মিশে থাকার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর পৃথক হতে চায় তবে পেরেশান হওয়ার কোন কারণ নেই। আল্লাহ তাআলা স্বীয় প্রচেষ্টা দ্বারা প্রত্যেক কে অমুখাপেক্ষী করে দিবেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা নিজ কুদরত দ্বারা নারীকে তার চাহিদা মত পাত্র দিয়ে আশ্রয়স্থলের ব্যবস্থা করে দিবেন এবং পুরুষকেও ভাল পাত্রীর ব্যবস্থা করে দিবেন। অতএব এহেন অবস্থায় তাদের পরস্পরের এই বিবাহ বিচ্ছেদকে ইস্যু বানিয়ে তাদের পরিবারগণ কলহ-বিবাদ বা হানা-হানিতে লিপ্ত হওয়া এটা সম্পূর্ণ অবাঞ্ছনীয় ও শরিআত পরিপন্থী কাজ।

তৃতীয় পদ্ধতি: তবে সমঝোতা না হওয়ার পর স্বামী যদি তালাক দিতে প্রস্তুত না হয় এবং স্বামী জুলুম করা থেকে ও বিরত না থাকে এবং স্ত্রী জুলুমে অনিষ্ট হয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ করতে ইচ্ছুক হয়। এমতাবস্থায় শরিআত স্ত্রী কে অনুমতি দিয়েছে যে, উক্ত জুলুম থেকে মুক্তি

লাভের জন্য স্বামী যদি তাকে তালাকের অধিকার দিয়ে থাকে তাহলে সেই বলে নিজের নফসের উপর এক তালাকে বায়েন গ্রহণ করে বিবাহ বিচ্ছেদ করবে, আর যদি স্বামী তাকে তালাকের অধিকার না দিয়ে থাকে তাহলে স্বামীকে খোলা করার প্রস্তাব করবে এবং খোলা তালাকের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ করবে।

যদি তাতেও স্বামী রাজী না হয় তবে একান্ত অপারগতার সময় মালেকী মাযহাব অনুযায়ী আমল করার অবকাশ রয়েছে। অর্থাৎ স্ত্রী উক্ত জালেম স্বামী থেকে বিবাহ বিচ্ছেদ করানোর অধিকার প্রাপ্ত হবে।

একান্ত অপারগতার সুরত দুটি হতে পারে

১। মহিলার ভরন-পোষণের কোন ব্যবস্থা যদি না থাকে অর্থাৎ উক্ত মহিলার খরচ বহন কারী কেউ না থাকে এবং সে নিজেও পর্দার সাথে কামাই রোজগার করার উপর সামর্থবান নয়।

২। যদি ও তার ভরন-পোষণের ব্যবস্থা হয়ে যায়। কিন্তু স্বামী থেকে পৃথক থাকার কারণে কোন গুনাহের মধ্যে লিপ্ত হওয়ার প্রবল ধারণা হয়। সেক্ষেত্রে বিবাহ বিচ্ছেদের সুরতটি হল মহিলা স্বীয় মুকাদ্দমা মুসলমান

বিচারক অথবা তাদের না থাকায় মুফতী বোর্ডের কাছে মুকাদ্দমা দায়ের করবে। মুফতী বোর্ড শরঈ সাক্ষীর ভিত্তিতে উক্ত বিষয়টি যাচাই করবে। যদি যাচাই দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহিলার দাবী সত্য; স্বামী সামর্থবান থাকা সত্ত্বে ও স্ত্রীর ন্যায্য খোরপোষ আদায় করে না। তখন কাজী বা মুফতী বোর্ড স্বামীকে ডেকে বলবে হয়ত তুমি তোমার স্ত্রীর ন্যায্য অধিকার আদায় করে তাকে ভালভাবে রাখ, নতুবা তালাক দিয়ে দাও। যদি এগুলো না করো, তাহলে আমরা বিবাহ বিচ্ছেদ করে দিব। অতঃপর সে জালেম স্বামী যদি কোন সুরতের উপরও আমল না করে তাহলে কাজী বা মুফতী বোর্ড শেষ পর্যায় তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে তালাক দিয়ে দিবে। এই ক্ষেত্রে মালেকী মাযহাবের সমস্ত উলামায়ে কেরাম একমত যে, উক্ত অবস্থায় কোন সময় বা সুযোগের অপেক্ষা করা জরুরী নয়। অর্থাৎ যে কোন সময় বিবাহ বিচ্ছেদ করে দিবে এবং মহিলাটি তালাকের ইদ্দত (অর্থাৎ তিন হায়েয) পূর্ণ করে অন্য স্বামীর নিকট বিবাহ বসতে পারবে। এ ভাবে আল্লাহ চাহেতো তার দাম্পত্য জীবনের অশান্তির অবসান ঘটবে। উপরে উল্লেখিত বর্ণনা অনুযায়ী বিবাহ বিচ্ছেদ করানোর পদ্ধতি শরিআত

সম্মত। তবে অনেক সময় জনসাধারণ মুসলমান বিচারক বা মুফতী বোর্ডে মামলা দায়ের না করে নিজেরাই দাও ছুরি ধরিয়ে বা লাঠির ভয় দেখিয়ে স্বামী থেকে টিপসই বা দস্তখত নিয়ে নেয়। অথচ মৌখিক ভাবে তালাক শব্দ উচ্চারণ না করিয়ে শুধু টিপসই বা দস্তখত দ্বারা তালাক হবে না এবং তাদের এ পন্থাও শরীয়াতের দৃষ্টিতে খুবই গর্হিত কাজ। (সূত্র- হীলাতুন নাজেযাহ ১:৭৩)

প্রমাণপঞ্জি :

- 1 واذ تقول للذى انعم الله عليه ..... امسك عليك اى زينب بنت جحش وذالك انها كانت ذاحدة تفخر علي زيد لشرفها ويسمع منها ما يكره فجاء رضي الله عنه يوما اتي النبي فقال يارسول الله ان زينب قد اشتدعلي وانا اريد ان اطلقها فقال له عليه الصلاة والسلام امسك عليك واتق الله في امرها ولاتطلقها ضررا وتعللا يمكبرها واشتداد لسانها عليك – وتعديه امسك بعلي لتضمنه معني الحبس - روح المعاني ج 11 ص-35

-2 امسك عليك زوجك يعني زينب بنت جحش واتق الله في امرها فلا تطلقها فان الطلاق من ابغض المباحات – التفسير المظهرى ج7ص346

-3 قال تبارك وتعالي – الرجال قوامون علي النساء بمافضل الله بعضهم علي بعض وبماانفقوا من اموالهم فالصلحت قنتت حفظت للغيب بماحفظ الله ولتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا وان خفتم شقاق بينهما فابعثواحكمامن اهله وحكمامن اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا – سورة النساء – 35

-4 وعارشوهن بالمعرف اى بالانصاف في الفعل واداء الحقوق والاحسان في القول عطف علي لاتعضلو او لايحل لكم .....

ولا تفارقوهن ولاتضاروهن ..... فعسي ان تكرهوا شيئاويجعل الله فيه في ذالك خيرا كثيرا يعني ثوابا جزيلا – التفسير المظهرى ج2ص50

-5 عن ثوبان رض عن النبي قال – ايما امرئة سألت زوجها طلاقها من غيرباس فحرام عليها رائحة الجنة – رواه ابوداؤد (2226)

– 6 عن عمروبن الاحوص الحبشي سمعت رسول الله في جحة الوداع يقول بعد ان حمد الله ..... ثم قال الا! واستوصوا بالنساء خيرا فانما هن عوان عندكم – ليس تملكون منهن شيئا غيرذالك الا! ان يأتين بفاحشة مبية فان فعلن فاهجروهن في المضاجح واضربوهن ضرباغير مبرح فان اطعنكم فلا تبغلوا عليهن سبيلا اخ رواه الترمذى (1163)

ولابأس به عند الحاجة للشقاق – قوله للشقاق اى لوجود الشقاق وهو الاختلاف والتخاصم – وفي القهستاني عن شرح الطحاوى – النسة اذاوقع بين الزوجين اختلاف ان يجتمع اهلمها لبصلحوا بينهما وان لم يصلحا جاز الطلاق والخلع ان يجتمع اهلهما ليصلحوا بينهما وان لم يصطلحا جاز الطلاق والخلع - الدر المختار مع رد المحتارج3ص441

www.islamijindegi.com